নৈতিক বিচ্ছিন্নতা

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

মাস দুয়েক হল গুজরাতে "স্লুপ গেট" নিয়ে তদন্তের জন্য কেন্দ্র কমিশন গঠন করেছে। গুজরাত সরকার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কমিশন গঠন করেছে এবং তদন্তের শর্তাবলি দেখার কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুজরাত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে তারা বিব্রত করতে চায়। ক্ষমতার অপব্যবহার করা ছাড়াও কমিশন গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছে। দাম্ভিকতা গত ১০ বছর ধরে ইউপিএ-র হলমার্ক ছাপ। দাম্ভিকতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পতন সুনিশ্চিত করে। দাম্ভিকের মধ্যে নম্রতার লেশ থাকে না। ঔদ্ধত্যই একঘরে করে দেয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায় ।

কী অবস্থা কেন্দ্রের গঠিত কমিশনের? কমিশনের ভার নিতে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন বিচারপতির কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কমিশন বুঝে কেউই এগিয়ে আসেননি। এরপর হাইকোর্টের কয়েকজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। সময়াভাবের অজুহাতে তাঁরাও অপারগতার কথা জানিয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এধরনের কাজ করতে কারওর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে সরকার নৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

একই ভাবে লোকপালের চেয়ারম্যান ও সদস্য মনোনয়নের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহমতাবলম্বীরা বিচার বিভাগীয় স্তর থেকে সিলেকশন কমিটির সদস্য হিসেবে বিচারপতি বেঙ্কটচালাইয়া, ফলি এস নরিম্যান, সোলি জে সোরাবজি, কে পরাশরণ, কে কে বেণুগোপাল, হরিশ সালভের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সার্চ কমিটি নিয়োগের পর তাদের সুপারিশ করা সরকারি আইনজীবীদের থেকে একাধিক জনকে নিতে চেয়েছে সরকার। শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ এই খেলায় শরিক হতে চাননি।

২০ ও ৩০ জানুয়ারি আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে জানাই লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন অনুযায়ী যে ধারা গঠিত হয়েছে তা আইন বিরুদ্ধ। তারা সিলেকশন কমিটি ও সার্চ কমিটির অধিকার জবরদখল করেছে। সার্চ কমিটিকে করণিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যথাযথ জবাব না দিয়েই আমার আপত্তিকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। আমি বলেছি, কর্মচারী মন্ত্রক সার্চ ও

সিলেকশন কমিটির ক্ষমতা অনধিকার দখল করেছে। সিলেকশন কমিটির বৈঠক ছাড়াই সিলেকশনের মানদণ্ড তৈরি হয়েছে। লোকপালের চেয়ারম্যান ও সদস্য হতে মান্যগণ্যদেরই আমন্ত্রণ জানানো উচিত। মর্যাদার সঙ্গে আপস করে আবেদন হলে লবিইং হবেই।

ফলি এস নরিম্যান ও বিচারপতি কে টি থমাস একই কারণ দেখিয়ে সার্চ কমিটির সদস্য হতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এই কাজে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে, সৃষ্টির আগেই লোকপালের হানি হয়েছে। সরকারের হাবভাব দেখে সন্দিহান বিশিষ্ট ও স্বাধীন ব্যক্তিরাই যখন সিলেকশন ও সার্চ কমিটির সংস্রবে থাকতে চাইছেন না তখন নৈতিক বিচ্ছিন্নতার বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে।